দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 09 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ... ৫ ...

নীলফামারীতে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী বন্ধ ঃ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণ অনিশ্চিত

নীলফামারী থেকে জেলা সংবাদদাতা ঃ শতাব্দীর ভয়াবহ বন্যা ও বন্যাপরবর্তী সময় যখন নীলফামারী জেলায় চরম খাদ্যাভাব ও তীব্র অভাব বিরাজ করছে, ঠিক সে সময় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর চাল-গম বরাদ্দ না দেয়ায় গত ৪ মাস ধরে প্রায় সাড়ে ২৭ হাজার কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা অনাহারে-অর্ধাহারে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। ফলে এসব ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশ স্কুলে না আসার কারণে শিক্ষার গ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

দেশের জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার লক্ষ্যে বিগত বিএনপি সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করে। এ কর্মসূচী গ্রহণ করায় গ্রামাঞ্চলের অভাবগ্রস্ত পরিবারের সন্তানরা স্কুলগামী হয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে। এতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় নীলফামারী জেলার ৬টি থানার ১৬টি ইউনিয়নের ২২৮টি সরকারী ও রেজিস্টার্ডভুক্ত বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সাড়ে ২৭ হাজার দুস্থ ছাত্র-ছাত্রী সুবিধাভোগের মাধ্যমে স্কুলগামী হয়ে শিক্ষাগ্রহণ করছে। কিন্তু আকস্মিকভাবে বর্তমান সরকারের আমলে চলতি বছরের জুলাই মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত ৪ মাস ধরে উক্ত কর্মসূচীর চাল বা গম বরাদ্দ না দেয়ায় সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। যে সময় বরাদ্দ আসা বন্ধ হয়েছে মে মাস থেকে এ জেলায় অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অবিরাম বর্ষণ ও ভয়াবহ বন্যার শিকার কৃষি, শ্রমিক, দিনমজুর ও অভাবী মানুষগণ। বন্যা ও বন্যাপরবর্তী সময় এখন এ জেলায় চরম খাদ্যাভাব ও তীব্র অভাব বিরাজ করছে। বিরাজমান অভাবের সময় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ও অভাবগ্রস্ত মানুষরা সরকারী ও বেসরকারীভাবে দেয়া ত্রাণসামগ্রীর কিছুটা সুযোগ-সুবিধা পেলেও উক্ত কর্মসূচীর আওতাভুক্ত সুবিধাভোগী ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা ত্রাণসামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে তাদের মাঝে চরম অভাব বিরাজ করায় অভিভাবকরা হতাশ হয়ে তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছে। খাদ্য যোগাতে বইখাতা ফেলে অনেকেই বিভিন্ন পেশায় ঝুকে পড়েছে। ফলে স্কুলগুলোতে অস্বাভাবিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি হ্রাস পাচ্ছে। ফলে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষিতের হার বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সচেতন মহল। বিরাজমান খাদ্যাভাব ও তীব্র অভাবে সময় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর খাদ্যশস্য বরাদ্দ বন্ধ করায় অভিভাবক ও সচেতন মহলের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তারা উক্ত কর্মসূচীর খাদ্যশস্য অনতিবিলম্বে বরাদ্দের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানিয়েছেন।